সংলগ্নী-গ
নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১১০.২৩.৩৬৩

তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
২২ নভেম্বর ২০২৩

বিষয়: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আধাসরকারি পত্র নম্বর: ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.২৩-৭৩৩ তারিখ: ১৯.১১.২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ রবিবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করা সকলের জাতীয় দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অবাধ, সুষ্ঠু ওনিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

২। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রিজাইডিং অফিসার/সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসার নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে। সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষককে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ ছাড়াও নির্বাচনে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হতে পারে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহ ভোটকেন্দ্র হিসেবে এবং প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্র নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন হবে।

৩। নির্বাচন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অতীতেও তারা নির্বাচনের কাজে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) রয়েছে। এতে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তিনি তার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনি দায়িত্ব অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তার চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তিনি তার যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাবে। এমতাবস্থায় সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে রিটার্নিং অফিসারের যে কোন নির্দেশ জরুরি ভিত্তিতে পালন করার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৬ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের একটি আবশ্যিক পালনীয় দায়িত্ব। এ ছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৪৪ঙ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনী সময়সূচি জারি হওয়ার পর হতে ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত উক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অন্যত্র বদলী করা যাবে না।

৫। এমতাবস্থায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(১) আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে পালন করে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে তাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবিলম্বে নির্দেশ প্রদান;

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি, সরকারি অনুদান প্রাপ্ত ও বেসরকরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ জারি করা;

CamScanner
CamScanner

(৩) নির্বাচন পরিচালনার কাজ অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তথা সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে তাদের যে সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনের কাজে জড়িত আছেন, নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছুটি প্রদান বা অন্যত্র বদলী করা অথবা নির্বাচনি দায়িত্ব ব্যাহত হতে পারে এমন কোন দায়িত্ব প্রদান হতে বিরত থাকা।

৬। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত নির্দেশনা জারিসহ আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হল।

স্বাক্ষরিত
২২.১১.২০২৩

(মোঃ মাহবুব হোসেন)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব/সচিব..মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
০৩। মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্ট গার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
০৫। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট
০৬। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৭। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৮। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
০৯। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ......... (সকল)
১০। উপমহাপুলিশ পরিদর্শক...............(সকল)
১১। জেলা প্রশাসক.......... (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১২। পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৩। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সকল)
১৪। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার........ (সকল)
১৫। জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ...(সকল)
১৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,......... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
১৭। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ....(সকল)
১৮। সিস্টেম এ্যানালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.৫৩.১১০.২৩.৩৬৩

তারিখ: ০৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ২২ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

০১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
০৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
০৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২২/১১/২০২৩

(মোঃ জিয়াউল হক)
যুগ্মসচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৮৯৬
email: gfa_branch@cabinet.gov.bd

CamScanner